দৈনিক
ইত্তেফাক

24 APR 2016
পৃ: ২ কলাম ৫

রাবি অধ্যাপককে কুপিয়ে হত্যা

মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর একজন ঘাড়ে কোপ দিলে মাথা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় : ভগ্নিপতি

ধারণা করা হচ্ছে জঙ্গিরা এ কাজ করে থাকতে পারে : পুলিশ

■ আনিসুজ্জামান ও মেহেদী হাসান, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী ওরফে মুকুলকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টায় শালবাগান এলাকার বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ধরার জন্য বটতলার মোড়ে যাবার গলিপথে মোটর সাইকেল আরোহী দুই দুর্বৃত্ত তাকে পেছন থেকে কুপিয়ে হত্যা করে। তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। এনিয়ে গত ১২ বছরে উত্তরবঙ্গের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের চারজন প্রগতিশীল শিক্ষক নৃশংস খুনের শিকার হলেন।

একের পর এক শিক্ষক খুনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অন্যদিকে শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সহকর্মীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল দুপুর ১২টা থেকে তাৎক্ষণিক কর্মবিরতি ও সমাবেশ করেছে এবং আজ রবিবার পূর্ণদিবস কর্মবিরতি, প্রতিবাদ সমাবেশ ও শোক শোভাযাত্রা ঘোষণা করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে বিকাল পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার মো. শামসুদ্দিন বলেন, 'হত্যাকাণ্ডের ধরন দেখে ধারণা করা হচ্ছে, জঙ্গি সংগঠন কিংবা পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

রাবি ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিমকে শালবাগান মোড় সংলগ্ন নিজ বাসার কাছে দুর্বৃত্তরা হত্যা করে (ইনসেটে অধ্যাপক রেজাউল করিম) —ইত্তেফাক

রাবি অধ্যাপককে কুপিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মৌলবাদী গোষ্ঠী এ ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে'।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, লাশ উপুর হয়ে পড়ে আছে। লোকে লোকারণ্য গলিপথের মধ্যে চারদিক থেকে পুলিশ লাশ ঘিরে রেখেছে। সিআইডি, পিআইবি ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আলামত সংগ্রহ করছেন। দুইশ গজ দূরের বাড়িতে অধ্যাপক রেজাউল করিমের স্ত্রী হোসনে আরা বিলাপ করছিলেন। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের বলেন, 'ভালো মানুষটি বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল। এরপর গলিপথের মধ্যে তাকে খুন করা হলো। তার তো কোনো শত্রু ছিল না। কারো সঙ্গে তার কোনো কিছু নিয়ে সামান্য ঝামেলাও ছিল না।' তিনি আরো বলেন, 'আমার স্বামী সব বিষয় আমাকে জানাতো। কারো সাথে কোনো ঝামেলার কথা সে কখনো আমাকে জানায়নি'।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটর সাইকেল আরোহী হেলমেট পরিহিত দুই যুবক শালবাগান বটতলার মোড়ের উপর দিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ওই গলি থেকে কান্নার শব্দ পাওয়া যায়। এগিয়ে গিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

নিহতের ভগ্নিপতি মাহাবুবুল আলম জানান, প্রতিদিন সকালে তিনি বাসা থেকে বটতলার মোড় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ধরে ক্যাম্পাসে যেতেন। আজও তিনি বাসা থেকে বের হন। প্রায় দুইশ গজ দূরত্বের 'কাংখিতা' বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছামাত্র পেছন দিক থেকে মোটর সাইকেলে আসা হেলমেট পরিহিত দুই দুর্বৃত্তের একজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ঘাড়ে কোপ দেয়। এতে ধর থেকে তার মাথা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি ঘটনাস্থলে উপুর হয়ে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক রেজাউল করিমের গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় দরগামারিয়া গ্রামে। তার বাবা মো. কাশেম আলী রাজশাহী মহকুমার শিক্ষা প্রশাসক ছিলেন। শালবাগান (সপুরা) এলাকায় পৈতৃক বাড়িতে তিনি স্ত্রী হোসনে আরা শিলা, ছেলে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র রিয়াসাত ইমতিয়াজ সৌরভ, মেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী রেজোয়ানা হাসিন শতবী এবং ছোটভাইকে নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিলর জিল্লুর রহমান জানান, রেজাউল করিম এলাকার সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন আমবাগানে তিনি একটি ছোট্ট গানের স্কুল পরিচালনা করতেন। সংস্কৃতিমনা ও প্রগতিশীল ঘরানার এই মানুষ প্রচণ্ড ধর্মপ্রিয়ও ছিলেন। তিনি আরো বলেন, বছর দুয়েক আগে স্থানীয় দক্ষিণপাড়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদের জন্য রেজাউল করিম নিজে রাজশাহী থেকে টাইলস কিনে এনে নিজে বসে থেকে তা মসজিদে স্থাপন করেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে আর্থিক সহায়তাও করতেন।

জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার দাবি পুলিশের

পেছন থেকে রেজাউলকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তার ঘাড়ের বাম পাশে ধারালো অস্ত্রের একটিই আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ এবং ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক এনামুল হক নিশ্চিত করেছেন। নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহাদত হোসেন জানান, হত্যাকাণ্ডের কোনো ক্লু এখনো পাওয়া যায়নি। তবে আরএমপির কমিশনার মো. শামসুদ্দিন বলেন, 'রেজাউল করিমের ঘাড়ের কোপ ৭০/৮০ ভাগ গভীর। ইতিপূর্বে কয়েকজন ব্লগার হত্যাকাণ্ডের ধরনের সঙ্গে এই হত্যার যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও মৌলবাদীদের যোগসূত্র থাকতে পারে। বেশ কিছুদিন আগে রেজাউল করিম বাগমারা এলাকায় একটি গানের স্কুল গড়ে তোলেন। এ নিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে তার বিরোধ চলছিল। এ বিষয়টি সামনে নিয়ে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা খতিয়ে দেখছে। তবে তিনি ব্লগার ছিলেন কি না, করলেও তিনি কী নামে লিখতেন তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের বক্তব্য

অধ্যাপক রেজাউল করিম 'কোমলগান্ধ্যার' নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তিনি ভালো সেতার বাজাতেন এবং সুন্দরম ও অরণী নামে দুটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপদেষ্টা ছিলেন। সহকর্মী ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা একসাথে লেখাপড়া করেছি। বর্তমানে সে আমার সহকর্মী। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা নেই। ক্লাস-পরীক্ষা আর লেখাপড়া নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। অবসর সময়ে তিনি সঙ্গীত সাধনা করতেন।' আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম বলেন, 'তিনি বেহালা বাজাতে পছন্দ করতেন। সঙ্গীত চর্চায়ও তার উৎসাহ ছিল। এ ছাড়া সব সময় তার হাতে ক্যামেরা দেখা যেত। তার ফটোগ্রাফিতেও প্রচণ্ড শখ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমাদের বিভাগের প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই তিনি পরিচালনা করতেন। তবে তিনি কোনো ধরনের ব্লগ কিংবা ধর্ম নিয়ে লেখালেখি করেছেন বলে আমার জানা নেই।'

প্রতিবাদের ঢেউ

গতকাল সকালে আধা ঘণ্টা ও দুপুরে এক ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ঢাকা-রাজাশাহী মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এর আগে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ সময় তারা হত্যায় জড়িতদের দ্রুত শাস্তির দাবি করেন। অন্যদিকে দুপুরে সিনেট ভবনের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সমাবেশ থেকে হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান শিক্ষকরা। এ ছাড়া বিক্ষোভ সমাবেশ ও বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, প্রগতিশীল ছাত্র জোট, সমগীত সংস্কৃতি প্রাঙ্গণ ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। রবিবার থেকে তিন দিন ইংরেজি বিভাগ ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে।

থানায় হত্যা মামলা দায়ের

বিকালে ছেলে রিয়াসাত ইমতিয়াজ সৌরভ বোয়ালিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাদত হোসেন খান জানান, সৌরভ হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

জানাজা ও দাফন

নিহতের ভাগ্নে শরিফুল ইসলাম জানান, লাশ রামেক থেকে তার শালবাগানের বাসায় রাখা হয়। বিকেল ৪টায় শালবাগান সিএন্ডবি মাঠে প্রথম জানাজা; সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তৃতীয় জানাজা শেষে বাদ এশা লাশ দাফন করা হয়।

রাবি কর্তৃপক্ষের শোক

গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান। এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দাবি জানান।

নিন্দা ও প্রতিবাদ

খুলনা অফিস জানায়, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন খুলনা শ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান এবং শ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

এক বিবৃতিতে উপাচার্য বলেন, একের পর এক জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যার ঘটনা একাত্তরের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীল নকশার া স্মরণ করিয়ে দেয়।